এমএসএস খবর

ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সংখ্যা

MSS
Working for the People

বর্ষসেরা শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করলো এমএসএস

শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত ও পড়াশোনায় আরো আগ্রহী করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয়ের বিভিন্ন শাখায় সেরা শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ইমামনগর শাখায় এমএসএস এর সাধারন পর্ষদের সম্মানিত সদস্য মিসেস আমেনা ফিরোজের উপস্থিতিতে বছরের সেরা শিক্ষার্থী মিম আক্তারকে পদক ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয় সব সময় শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষা নিশ্চিতের পাশাপাশি সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে কাজ করে। প্রতি বছর 'সেরা শিক্ষার্থী' নির্বাচন প্রক্রিয়ায়ও প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফলের পাশাপাশি সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের ভূমিকার প্রাধান্য দেওয়া হয়।

পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এমএসএস অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল হালিম বলেন, "উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয়ে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ ও শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতে আমরা বদ্ধপরিকর। প্রতিটি শিক্ষার্থীর পড়াশোনার পাশাপাশি মানুষ হিসাবেও সেরা হওয়ার কোন বিকল্প নেই। আমাদের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো করার পাশাপাশি মানবিক গুণাবলি অর্জন করে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।"

সেরা শিক্ষার্থী হওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করে মিম আক্তার বলেন, "আমি আজ খুবই খুশি। তবে এই অর্জন আমার একার নয়, আমার শিক্ষকদেরও। তারা আমাকে সবসময় সাহস যুগিয়েছেন ও কঠিন বিষয়গুলোকে সহজ করে বুঝিয়েছেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।"

উল্লেখ্য, ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ১৭টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয়ে পাঠদান করছে মানবিক সাহায্য সংস্থা।

এমটিআই শিক্ষার্থীদের সাত দিনব্যাপী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট সম্পন্ন

এমএসএস টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (এমটিআই) এর রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং কোর্সের ৪নং ব্যাচের শিক্ষার্থীদের শিল্প কারখানায় বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সাতদিন ব্যাপী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট ২৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ২ মার্চ সম্পন্ন হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইসমাঈল বীজ হিমাগারের চীফ সুপারভাইজার এমএসএস টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

এমটিআই এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ হাসিবুল হাসান বলেন, শিক্ষার্থীদের কারিকুলাম ভিত্তিক ৩৬০ ঘন্টার কোর্সে অর্জিত জ্ঞানের পাশাপাশি হাতে কলমে শিক্ষা ও কারখানার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে ও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট অনন্য ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানে এমটিআই সৈয়দপুর অঞ্চলে চারটি ট্রেডের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও সরকারি সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করছে।

ঠাকুরগাঁওয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

এমএসএস-সোশ্যাল সার্ভিস প্রোগ্রামের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি মিরজা গোলাম হাফিজ গার্লস্ হাই স্কুলে 'আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা প্রতিহত করা' বিষয়ক এ কর্মসূচিতে নবম-দশম শ্রেনীর সর্বমোট ৭০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। উক্ত আয়োজনে বিশেষজ্ঞদের দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা ছাড়াও কিশোরীরা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর উপস্থিত বক্তৃতা প্রদান করে।

কিশোরী বয়স থেকেই নিজের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিউনিটিতে নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করার লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়মিত এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করে এমএসএস।

দিনমজুর রাজ্জাকের উত্থানের গল্প

কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে বগুড়ার কাহালু উপজেলা সুপরিচিত। বিশেষ করে আলু, মরিচ, ধান ও সরিষা চাষাবাদ করে এখানকার অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করেন। তবে দিনমজুর রাজ্জাকের গল্পটা ছিলো একটু ভিন্ন। শৈশব থেকেই কৃষি কাজের সাথে জড়িত থাকলেও নিজস্ব জমি না থাকায় কখনো বাবার সাথে আবার কখনো নিজে একা অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করেছেন।

নিজে চাষাবাদ করার স্বপ্ন দেখলেও অর্থাভাবে সে স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি। এসময় তার আশার পালে হাওয়া দিয়েছে মানবিক সাহায্য সংস্থার জামানতবিহীন সহজ ঋণ।

ঋণের অর্ধেক টাকায় জমি লিজ নিয়ে বাকি টাকায় বীজ ও সার ক্রয় করে চাষাবাদের প্রথম বছরেই ৪৫০,০০০ টাকার মরিচ বিক্রি করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় একই পদ্ধতিতে মরিচ চাষ করে লাভের টাকায় ২টি সঙ্কর (অস্ট্রেলিয়ান) জাতের গাভী ক্রয় করেন। বর্তমানে রাজ্জাকের খামারে বাছুরসহ ৪টি গাভী রয়েছে। এছাড়াও দৈনিক দুধ বিক্রি করে তিনি আয় করছেন প্রায় ১৪০০ টাকা।

এমএসএস ২নং জোনের ২৯নং এরিয়ার ১২৪নং শাখার সদস্য রাজ্জাক বলেন, "আমার আয় পূর্বের তুলনায় তিনগুণ বেড়েছে। আমার মতো দিনমজুরের এমন ভাগ্যবদলে স্থানীয়রা অবাক হয়েছেন। মানবিক সাহায্য সংস্থার জামানতবিহীন সহজ ঋণ ও কারিগরি সহায়তা ছিল বলেই আমি এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি। আমি এমএসএস, স্থানীয় কৃষি অফিস ও যারা আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।"

উল্লেখ্য, মানবিক সাহায্য সংস্থার মহিলা ঋণদান কর্মসূচির অধীনে বর্তমানে ১৫৮,৭২২ জন সক্রিয় সদস্য রয়েছে, যার মাঝে ঋণী সদস্যের সংখ্যা ১২৫,৮৮৬ জন।

প্রকাশনায় ঃ মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট- এমএসএস
সেল সেন্টার (তয় তলা), ২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০২০৯২১, ৪১০২০৯২২, ৪১০২০৯২৩
ই-মেইল ঃ info@mssbd.org, mediaunit@mssbd.org